দৈনিক বাংলা

তারিখ 28 JUN 1993

প্রাইভেট কোচিং নিষিদ্ধ হোক

গত রোববারের দৈনিক বাংলার 'জনমত' কলামে প্রকাশিত একটি চিঠিতে কোচিং নির্ভরতার অপূরণীয় ক্ষতি এবং এই অকল্যাণকর ব্যবস্থা থেকে বাঁচার যে উপায়গুলির কথা বলা হয়েছে, সমাজের সচেতন ব্যক্তিমাত্রই এর সঙ্গে একমত হবেন। অতিরিক্ত কোচিং-এ কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষার ফল হয়ত ভাল হয়, কিন্তু ক্ষতিই হয় বেশী। ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার না হচ্ছে বিকাশ, না হচ্ছে শিক্ষা মানের উন্নতি। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন এবং মানুষের বুদ্ধিগত উন্নতিতে তেমন কোন অবদান রাখতে পারে না ব্যবস্থাটি। ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণ এবং শিক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে কোচিং নির্ভরতা পরিহার কেবল আবশ্যকই নয়, একান্ত অপরিহার্যও।

দেশে শিক্ষা মানের অবনতি ঘটছে বলে অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করছে এবং খুব বেশী নম্বরও পাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তারা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে, এমন কি তাদের পাঠ্য বিষয়গুলিও ভালভাবে শিখছে না। বাড়ছে না তাদের জানাশোনাও। এর কারণ, প্রাইভেট টিউটরগণ সম্ভাব্য প্রশ্নগুলির উত্তর নিজেরা তৈরি করে ছাত্র-ছাত্রীদের শিখতে দেন এবং পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাওয়ার কৌশলগুলি তাদের রপ্ত করান। পরীক্ষায় ভাল ফল করার লোভে ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকগণও কোচিং-এর উপর বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। অনেকে প্রতিটি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা টিউটর রাখছেন। নিচের শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাও আজকাল প্রাইভেট পড়ছে, অনেকে বাধ্যও হচ্ছে পড়তে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি শিক্ষা ও জ্ঞানে অপূর্ণতা। অন্যদিকে প্রাইভেট টিউটরদের পেছনে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করতে হচ্ছে। আর্থিক সামর্থ্য যাদের কম, তাদেরও এই ভারী বোঝা বহন করতে হচ্ছে। যারা টিউটরদের চাহিদা মেটাতে পারছেন না, তাদের ছেলেমেয়েরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পরীক্ষায় ভাল ফল করতে পারছে না। এই বিরাট ক্ষতি থেকে ছাত্রসমাজকে এবং দেশের শিক্ষাকে বাঁচাতে হলে প্রাইভেট পড়ার প্রবণতা কমাতেই হবে।

কোচিং নির্ভরতার একটি বড় কারণ শ্রেণীকক্ষে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা এখন খুবই কম। পাঠ্যসূচী শেষ হয় না। শিক্ষাদানের দায়িত্বটি পালিত হয় না নিষ্ঠার সঙ্গে। ছাত্ররা ক্লাসের শিক্ষায় মন দেয় না। বাড়ির কাজও যত্নের সঙ্গে করে না। এ জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হয় না বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই। উপরোল্লিখিত চিঠির লেখক ক্ষতিকর কোচিং নির্ভরতা হ্রাসের জন্য দশটি দামী সাজেশন দিয়েছেন। ক্লাসে নিয়মিত লেখাপড়া, বাড়ির কাজ, ক্লাসের কাজ, অগ্রগতির যথাযথ মূল্যায়ন ইত্যাদি এই সুপারিশগুলির মর্মকথা। ক্লাসে ও বাড়িতে নিয়মিত লেখাপড়া করতে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নিয়মিত পড়া আদায় করার কথাটি যোগ করতে বলব আমরা। পাঠ্যসূচী শিক্ষা সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হতে হবে। যত বেশীবার সম্ভব পুনর্পঠন নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনবোধে প্রাইভেট কোচিং নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। কারণ, নোট বই-এর মত এই কোচিংও শিক্ষার সর্বনাশ করছে।

এছাড়া আরেকটি বিষয়ও বিবেচিত হওয়া দরকার। অতীতে শিক্ষক সমাজ কম বেতন-ভাতা পেতেন, তা-ও নিয়মিত পাওয়া যেত না বেশীরভাগ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। বর্তমানে শিক্ষকদের বেতনের প্রায় সত্তর শতাংশ সরকার বহন করছেন। বেতনের টাকার অংকও বেড়েছে। এর ফলে তাদের আর্থিক সংকট কমে যাবারই কথা। শিক্ষকসমাজ তাদের শিক্ষাদানের ব্রত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন এই উদ্দেশ্যেই সরকার এই ব্যয়ভার মাথায় তুলে নিয়েছেন। সুতরাং শিক্ষকদের তাদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এক শ্রেণীর শিক্ষকের অর্থ লালসার ফলেই শিক্ষকের মহান পেশা আজ অনেকটা ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে। বহু শিক্ষক এখন ক্লাসে পড়ানোর চেয়ে প্রাইভেট পড়ানোতেই বেশী আগ্রহী। নোট বই-এর ব্যবসার মতই প্রাইভেট কোচিংও ছাত্র-ছাত্রী তথা শিক্ষার সর্বনাশ করে চলেছে।